দৈনিক বাংলা

২১

তারিখ 23 MAY 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

৬২

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

কর্ম কমিশনের রিপোর্ট

অস্বাভাবিক হারে শিক্ষিত বেকার বৃদ্ধিতে উদ্বেগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট হুমকী সৃষ্টি হতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করেছে।

কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯৮২ সালে যেখানে একটি শূন্যপদের জন্যে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ২০ জন, সেখানে ১৯৮৮ সালে একটি পদের জন্যে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

বেকার বৃদ্ধিতে উদ্বেগ

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রার্থী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৬ জন। প্রতি বছরই চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। সেই তুলনায় পদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমে গেছে।

গতকাল প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ জাতীয় সংসদের বৈঠকে কর্ম কমিশনের রিপোর্টটি পেশ করেন।

এই রিপোর্টে বেকারত্ব বৃদ্ধিতে আশংকা প্রকাশ করা হলেও ক্যাডার সার্ভিসের প্রতি মহিলা প্রার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধিকে জাতির জন্যে শুভ লক্ষণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯৮২ সালের বিসিএস পরীক্ষার জন্যে শতকরা ৭ জন মহিলা প্রার্থী আবেদন করেছিলেন। ১৯৮৬ সালে এই হার দাঁড়ায় শতকরা ১১, গত বছর অর্থাৎ ১৯৮৮ সালের বিসিএস পরীক্ষায় মহিলা প্রার্থীর হার শতকরা ১৫ জনে উন্নীত হয়েছে। ঐ বছর মোট ৩৭ হাজার ৩৪৮ জন প্রার্থীর মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৫৪৯।

কমিশনের রিপোর্টে জানান হয় ১৯৮২ সালে ১০ হাজার ৩৯০ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৫৩১টি পদ, ৮৩ সালে ২৮ হাজার ৫০৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৫০টি পদ, ৮৪ সালে ১৪ হাজার ২৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১ হাজার ৫৯৭টি পদ ৮৫ সালে ২৪ হাজার ২৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪ হাজার ২৬৩টি পদ, ৮৬ সালে ৩৩ হাজার ৫০৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ হাজার ২৯৮টি পদ এবং ৮৮ সালে ৩৭ হাজার ৩৪৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ১ হাজার ৬২৯টি পদ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।

পেশাজীবী হিসাবে কৃষিবিদদের মধ্যে নিজস্ব ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্যাডারের চাকরি অন্বেষণের প্রবণতা বেশী লক্ষ্য করা যায় বলে কর্ম কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশাসন, পুলিশ হিসাব ও নিরীক্ষাসহ অন্যান্য ক্যাডারের তুলনায় কৃষি ক্যাডারে সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা কম বলেও প্রার্থীরা জানিয়েছেন। জাতীয় কল্যাণ ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে কর্ম কমিশন কৃষিবিদদের সমস্যা নিরসনের জন্যে সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে।

কর্ম কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে গ্রামীণ পটভূমি বিশিষ্ট প্রার্থীর সংখ্যাই বেশী। গ্রামীণ পটভূমি বিশিষ্ট প্রার্থীর হার ৮২ সালে ছিল ৬৮ দশমিক ৭ ভাগ, ৮৩ সালে ছিল ৭৫ দশমিক ৫ ভাগ, ৮৪ সালে ছিল ৭১ দশমিক ৩ ভগ এবং ৮৫ সালে ছিল ৫১ দশমিক ৭ ভাগ, কেবলমাত্র স্বাস্থ্য ক্যাডারের প্রার্থীরাই অধিক হারে শহুরে পটভূমি বিশিষ্ট। এদের মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগ শহর এবং ৩৫ ভাগ গ্রামীণ পটভূমি থেকে এসেছেন। চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে প্রকৌশলীদের পুত্র-কন্যার হার সবচেয়ে কম—সর্বনিম্ন এক ভাগের এক চতুর্থাংশ থেকে সর্বোচ্চ শতকরা এক ভাগ মাত্র।

কমিশনের রিপোর্টে জানান হয়, ১৯৮৫ সালে শতকরা ১৬ জন সরকারী কর্মকর্তা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। ১৯৮৭ সালে এই হার বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৫৭ ভাগ। ১৯৮৮ সালে এই হার শতকরা ৪২ ভাগে নেমে আসে।